সংবাদ

তারিখ 22 MAR 2018
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

শাবিতে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপে সংঘর্ষ : গুলিবিদ্ধ ১

● বহিষ্কার ১২ ● ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ● কক্ষ দখল ভাঙচুর

প্রতিনিধি, শাবি

আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে এসএম আবদুল্লাহ রনি নামের এক সাধারণ শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। এছাড়া ঘটনার পর পর আবাসিক হলে কক্ষ দখল করে ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়েছে।

গত মঙ্গলবার রাত ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটক সংলগ্ন একটি রেস্টুরেন্টে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় শাখা ছাত্রলীগের দুইজন আজীবনসহ মোট ১২ জনকে বহিষ্কার করেছে কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদ। এছাড়া এ ঘটনায় ১০ জনের নাম উল্লেখসহ আরও ১০-১২ জনকে অজ্ঞাত হিসেবে জালালাবাদ থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ক্যাম্পাস সূত্রে জানা যায়, গত মঙ্গলবার রাত ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটক সংলগ্ন সাতকরা রেস্টুরেন্টে শাখা ছাত্রলীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি (সদ্য বহিষ্কৃত) আবু সাঈদ আকন্দ ও সিনিয়র যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক (সদ্য বহিষ্কৃত) সাজিদুল ইসলাম সবুজের অনুসারীদের সঙ্গে আরেক সহ-সভাপতি তারিকুল ইসলাম তারেকের অনুসারীদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ সময় ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টি টেকনোলজি বিভাগের ২০১১-১২ সেশনের শিক্ষার্থী এসএম আবদুল্লাহ রনি গুলিবিদ্ধ হন। তিনি বর্তমানে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তবে রনি কাদের গুলিবর্ষণে আহত হয়েছেন তা নিয়ে বিষয়টি উভয়পক্ষ অস্বীকার করেছেন।

এ বিষয়ে তারিকুল ইসলাম বলেন, 'আমি রেস্টুরেন্টের ভিতরে ময়মনসিংহ অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের নিয়ে একটা মিটিং করছিলাম। এ সময় সাঈদ-সবুজের নির্দেশে তাদের অনুসারী জুয়েম, মোস্তাক, অন্ত্র, দোলন, লক্ষণ, হিমেল, মুনকীরসহ অন্তত অর্ধশত জুনিয়র আমার ওপর হামলা ও গুলিবর্ষণ করে। আমাকে রক্ষা করতে গিয়ে আমার এলাকার এক ছাট ভাই গুলিবিদ্ধ হয়। তার বিরুদ্ধে গুলি ছোড়ার এমন অভিযোগ তিনি অস্বীকার করেন। তিনি আরও বলেন, সাঈদ-সবুজের গ্রুপ আমাদের ছেলেদের ১০টি রুম ভাঙচুর করে ৬টি ল্যাপটপ ও নগদ টাকা লুট করে নিয়ে যায়। আমি এর বিচার দাবি করছি।'

অন্যদিকে সাজিদুল ইসলাম সবুজ বলেন, 'আমাদের কয়েকজন অনুসারী ওই রেস্টুরেন্টে খেতে গেলে তারেক ও তার অনুসারীদের সঙ্গে কথাকাটাকাটি হয়। এ সময় তাদের উদ্দেশ্য করে তারেক পাঁচ রাউন্ড গুলি ছোড়ে। তার গুলিতেই রনি আহত হয়েছেন। এখন নিজের অপকর্মের দায় অন্যের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করছেন বলে তিনি দাবি করেন।'

এছাড়া এ ঘটনার পর পরই শাহপরান হলের সামনে সশস্ত্র অবস্থান নেন সাঈদ-সবুজের অনুসারীরা। অন্যদিকে তারেকের অনুসারীরা হল ছেড়ে পালিয়ে ক্যাম্পাসের বাইরে অবস্থান নেন।

এ ঘটনায় গতকাল কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সভাপতি সাইফুর রহমান সোহাগ ও সাধারণ সম্পাদক এসএম জাকির হোসাইন স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ১২ জন নেতাকর্মীকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ নির্বাহী সংসদের এক জরুরি সিদ্ধান্ত মোতাবেক দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে ১২ জনকে বহিষ্কার করা হলো। আজীবন বহিষ্কৃত দুইজন হলেন দু'গ্রুপে : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৭

দু'গ্রুপে : সংঘর্ষ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সদস্য ও শাবি শাখার সিনিয়র সহ-সভাপতি আবু সাঈদ আকন্দ ও কেন্দ্রীয় সদস্য ও শাখার সিনিয়র যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক সাজিদুল ইসলাম সবুজ।

অন্যরা হলেন- সহ-সভাপতি সৈয়দ জুয়েম, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল আলম অন্ত্র, সাংগঠনিক সম্পাদক দোলন আহমেদ, উপ-মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক লক্ষণ চন্দ্র বর্মন, সদস্য মুনকীর কাজী, কাজী তৌফিকুর রহমান তন্ময়, বাসির মিয়া, কর্মী মেহের উদ্দিন হিমেল, রায়হান আহমেদ ও শরিফুল মালেক শরিফ। তবে বহিষ্কৃতরা নিজেদের নির্দোষ দাবি করেছেন। গতকাল বিকেল ৫টায় শাবি প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তারা দাবি করেন, আমরা কেউ ঘটনাস্থলে ছিলাম না। আমাদের ষড়যন্ত্রমূলকভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে। আমরা কেন্দ্রের কাছে দাবি জানাচ্ছি সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত অপরাধীদের শাস্তি দেবে। এছাড়া তারেক অছাত্র, মাদক ব্যবসায়ী ও ছাত্রদলের আশ্রয়দাতা বলে অভিযোগ তাদের। এদিকে এ ঘটনার পর ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বিরাজ করছে। যেকোন সময় বিবাদমান গ্রুপগুলোর মধ্যে বড় ধরনের সংঘর্ষ ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত শাখা ছাত্রলীগের বিভিন্ন গ্রুপ ক্যাম্পাস ও আবাসিক হলের বিভিন্ন পয়েন্টে সশস্ত্র অবস্থান নিয়েছেন।

অন্যদিকে তারেকের বিচার চেয়ে গতকাল দুপুরে সাঈদ-সবুজের অনুসারীরা বিক্ষোভ করে এবং তারেকের ওপর হামলার প্রতিবাদ জানিয়েছে ময়মনসিংহ স্টুডেন্ট'স অ্যাসোসিয়েশন। সার্বিক বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর জহীর উদ্দিন আহমদে বলেন, 'ঘটনাটি ক্যাম্পাসের বাইরে ঘটছে। তাই আমরা পুলিশের সহায়তা নিয়ে কাজ করছি। হলে ভাঙচুর ও লুটপাতের বিষয়টি প্রভোস্ট সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে।' জালালাবাদ থানার ওসি শফিকুল ইসলাম বলেন, 'যেকোন ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতে এড়াতে ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এছাড়া এ ঘটনায় তারিকুল ইসলাম তারেক বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করেছেন। মামলা নং-১৭। মামলায় আবু সাঈদ আকন্দ ও সাজিদুল ইসলাম সবুজসহ ১০ জনের নাম উল্লেখ করে আরও ১০-১২ জনকে অজ্ঞাত আসামি করা হয়েছে।'